দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ — ১৪ মার্চ 2005 —
পৃষ্ঠা — ১ — কলাম — ৪ —

জাতীয় বেতন স্কেলে অন্তর্ভুক্তি

# প্রধানমন্ত্রী ও সংশ্লিষ্টদের বেসরকারী শিক্ষক নেতৃবৃন্দের অভিনন্দন

স্টাফ রিপোর্টার ঃ মহলবিশেষের বিরোধিতা সত্ত্বেও ষষ্ঠ জাতীয় বেতন স্কেলে সরকারী কর্মকর্তা, শিক্ষক-কর্মচারীদের ন্যায় এমপিওভুক্ত বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের অন্তর্ভুক্ত করায় চারদলীয় জোট সরকারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম সাইফুর রহমান এবং শিক্ষামন্ত্রীসহ ২-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

# প্রধানমন্ত্রী ও সংশ্লিষ্টদের বেসরকারী শিক্ষক নেতৃবৃন্দের অভিনন্দন

*প্রথম পৃষ্ঠার পর*

সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন দেশের বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের সংগঠনসমূহের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ। সেই সাথে আগামী ২০ মে'র শোকরানা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। খুলনায় শিক্ষক-কর্মচারীরা আনন্দ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে পৃথক পৃথক বিবৃতি দিয়েছেন দেশে মাদ্রাসা শিক্ষকদের একমাত্র সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন, শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট, জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট, বাংলাদেশ শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যপরিষদ, শিক্ষক-কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ ও বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি, বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ।

গত সোমবার প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে মাদ্রাসাসহ বেসরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের অন্তর্ভুক্ত করে ষষ্ঠ জাতীয় বেতন স্কেল অনুমোদন দেয়ায় গতকাল মঙ্গলবার মহাখালীস্থ কেন্দ্রীয় দফতরে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের স্ট্যান্ডিং কমিটি এক জরুরী সভা করে শিক্ষা সহায়ক জোট সরকারকে অভিনন্দন, সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সিনিয়র সহ- সভাপতি আলহাজ্ব এ এম এম বাহাউদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় সহ-সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা মোঃ ইউনুস ও মহাসচিব আলহাজ্ব মাওলানা শাব্বীর আহমদ মোমতাজী বক্তৃতা করেন।

জরুরী এ সভায় এ এম এম বাহাউদ্দীন বলেন, দেশের ভেতরের এবং বাইরের মহল বিশেষের বিরোধিতা উপেক্ষা করে নতুন বেতন স্কেলে বেসরকারী শিক্ষকদের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া শিক্ষক সমাজের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির প্রমাণ রেখেছেন। অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে এ বিষয়ে নানামুখী প্রতিবন্ধকতা ডিঙ্গিয়ে তিনি যেমনি সরকারবিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের স্তিমিত করে দিয়েছেন তেমনি দেশের ৯০ শতাংশ বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের কাছে জোট সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছেন। জনাব বাহাউদ্দীন সরকারী চাকরিজীবীদের পাশাপাশি একই সাথে যাতে বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীগণ নির্বিঘ্নে এ সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন সে বিষয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন। একই সাথে বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের এ সুবিধা প্রদানে কোনপ্রকার শর্ত আরোপ বা অজুহাত তুলে যাতে কেউ সরকারের শুভ উদ্যোগকে ভণ্ডুল না করতে পারে সে বিষয়ে কড়া নজর রাখার আহবান জানিয়েছেন। তিনি অবিলম্বে ঢাকার অদূরে এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন একটি স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফাযিলকে ডিগ্রী এবং কামিলকে মাস্টার্সের মান দেয়ার এবং সকল স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ন্যায় সুযোগ-সুবিধা প্রদানের দাবী জানিয়েছেন। এ সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা নূর মোহাম্মদ খান, মাওলানা আবদুর রহমান বেলালী, মাওলানা শাফিউদ্দিন ভূঁইয়া, মাওলানা যাইনুল আবেদীন, মাওলানা নজরুল ইসলাম আল-মারুফ, মাওলানা সামছুল হুদা প্রমুখ।

শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের সভাপতি প্রবীণ শিক্ষক নেতা প্রফেসর এম শরীফুল ইসলাম ও ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মোহাম্মদ আলীসহ ঐক্যজোটের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ গতকাল এক বিবৃতিতে বলেছেন, এই প্রথমবারের মত শুরু থেকে নতুন জাতীয় বেতন স্কেলে বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের অন্তর্ভুক্ত করে বেগম খালেদা জিয়া সরকার আর একটি নয়া দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। নেতৃবৃন্দ, মানসম্মত শিক্ষা বিস্তারের স্বার্থে সরকারী-বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে বর্তমানে বিরাজমান বৈষম্য দূরীকরণে জোট সরকার বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে বিবৃতিতে আশা প্রকাশ করেছেন। সরকারের এ সিদ্ধান্তকে যুগান্তকারী হিসেবে উল্লেখ করে ঐক্যজোট নেতৃবৃন্দ এ জন্য শুকরিয়া আদায়ে দেশব্যাপী ২০ মে শোকরানা দিবস পালনে সকল জোটভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। ঐক্যজোটের খুলনা শাখার শিক্ষক-কর্মচারীরা গতকাল খুলনা মহানগরীতে আনন্দ মিছিল ও সমাবেশ করে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। এতে নেতৃত্ব দিয়েছেন জোটের কেন্দ্রীয় সিনিয়র সহ-সভাপতি প্রফেসর মোহাম্মদ মাজহারুল হান্নানসহ আঃ রশীদ শেখ, মোঃ ইয়াছিন আলী, অধ্যাপক নজিবুর রহমান, প্রিন্সিপাল শহীদুল আলম প্রমুখ। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন খুলনার বিভাগীয় সভাপতি মোঃ আহাদ আলী।

এ দাবী আদায়ে জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট তাদের পূর্বঘোষিত লাল-কালো পতাকা মিছিল কর্মসূচী প্রত্যাহার করেছে। তবে তারা গতকাল দেয়া এক বিবৃতিতে এ সুবিধা প্রদানে কোনপ্রকার শর্তারোপ না করা এবং সরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের ন্যায় চিকিৎসা ভাতা ও ১০ শতাংশ বর্ধিত বেতন প্রদানেরও দাবী জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন সংগঠনের কো-চেয়ারম্যান শেখ আমানুল্লাহ, প্রিন্সিপাল কামরুজ্জামান, প্রধান সমন্বয়কারী প্রিন্সিপাল কাজী ফারুক আহমেদ, মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম প্রমুখ।

বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের নতুন জাতীয় বেতন স্কেলে অন্তর্ভুক্ত করায় সন্তোষ প্রকাশের পাশাপাশি ১০০ ভাগ বেতন, বাড়ী ভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা প্রদান এবং অন্যায়ভাবে স্থগিত করা এমপিও পুনঃ চালু ও চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের চাকরি ফিরিয়ে দেয়ার দাবী জানিয়েছেন শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যপরিষদের নেতা এম এ আউয়াল সিদ্দিকী, ডঃ ম. আখতারুজ্জামান, প্রদীপ চক্রবর্তী প্রমুখ।

প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন শিক্ষক-কর্মচারী সমন্বয় পরিষদের প্রধান সমন্বয়কারী প্রিন্সিপাল আশরাফুল আলম, সদস্য সচিব আলহাজ্ব আব্দুস সালাম ও সমন্বয়কারী প্রিন্সিপাল রবিউল হক।

একইভাবে অভিনন্দন জানিয়েছেন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির এম এম গাউসুল হক, মোঃ শামছুল হক ফারুক, নজরুল ইসলাম রনি, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ও বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ।